

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি বা (কার্য্য-কারণ-নীতি)



শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি



আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
Anandamitra-Vibekanda Buddhist Books Publication



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Kbangsha Bhikkhu

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি বা কার্য-কারণ-নীতি

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি

আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

স্থাপিত : ২০০৪ ইংরেজী

পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : 01818914106, 01936230468

e-mail : info@avbbp.org / bbbhikkhu@yahoo.com

. <http://avbbp.org>

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি

বা

কার্য্য-কারণ-নীতি

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি সঙ্কলিত

* প্রথম প্রকাশ- ২৬শে আষাঢ়, ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ

* দ্বিতীয় প্রকাশ- ২৩ কার্তিক ১৪১৯ বাংলা
২৫৫৬ বুদ্ধাব্দ, ৭ নভেম্বর ২০১২ ইং

(গহিরা অঙ্কুরঘোনা জেতবনারাম বিহারের শুভ কঠিন চীবর দান উপলক্ষে প্রকাশিত)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে :

ভদন্ত তিলোকাবংশ ধের

পরিচালক, শ্যামানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার

ও প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্যান কেন্দ্র

ভদন্ত সত্যপাল ধের

অধ্যক্ষ, গহিরা অঙ্কুরঘোনা জেতবনারাম বিহার

ভদন্ত বিপুলবংশ ধের

প্রতিষ্ঠাতা, আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

প্রাক্তন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী

দ্বিতীয় প্রকাশক :

ভদন্ত তিস্যবংশ ভিক্ষু

গহিরা অঙ্কুরঘোনা জেতবনারাম বিহার

প্রচ্ছাদন :

“গম্ভীরো চা'যং, আনন্দ, পটিচ্চ-সমুপ্পাদো, গম্ভীরা'বভাসো
চ! এতস্স চা'নন্দ ধম্মস্স অঞাণা অননুবোধা এবম'যং পজা
তত্তাকুলক-জাতা, গুলা-গুষ্ঠিক-জাতা, মুঞ্জপব্বজভূতা অপাযং
দুগ্গতিং বিনিপাতং সংসারং নাতিবত্তী'তি” । দীঘ-নিকায় ।

“গম্ভীর, আনন্দ, প্রতীত্য-সমুৎপাদ, গম্ভীর ইহার দীপ্তি!
আনন্দ, এই ধর্ম না জানিয়া এবং না বুঝিয়া মনুষ্যগণ বিজড়িত
তন্তুর মতন, জটীভূত, সূত্র-পিণ্ডের মতন, মুঞ্জ-তৃণ-গ্রন্থির মতন
হইয়াছে এবং অপায়, দুর্গতি, অধঃপতন ও সংসার (পুনর্জন্ম)
অতিক্রম করিতে পারিতেছে না” ।

উৎসর্গ পত্র

আমার আবাল্য সুহৃদ ও সাহিত্য-সাধনার অকৃত্রিম উৎসাহদাতা,

ধর্ম-প্রাণ

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রলাল বড়ুয়া

(অবসরপ্রাপ্ত সর্ব-ইঞ্জিনিয়ার)

মহাশয়ের পবিত্র কর-কমলে তাঁহারই উৎসাহের ফল

এই

“প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি”

অকৃত্রিম বন্ধুতার নিদর্শন স্বরূপ প্রদত্ত হইল।

চট্টগ্রাম।

২৬শে আষাঢ়, ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ।

}

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি

পূর্বাভাষ

ঝিনুকেরই মতন ক্ষুদ্রকায় এই পুস্তিকাটি! ইহার আখ্যান-বস্তুটি কিন্তু গভীরতম হইতেও গভীরতর, উচ্চতম হইতেও উচ্চতর! মননশীলের ইহাই পরম হিতকর ও পুষ্টিকর খাদ্য। কারণ ইহাতে, মুক্তা না থাকিলেও, মুক্তির সন্ধান আছে। আর্য্য-ভূমির শ্রেষ্ঠাদপি শ্রেষ্ঠ আর্য্যের অমানুষী সাধনার পরিণতি এই “প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি জ্ঞান।” এই নীতিই তাঁহার সদ্ধর্ম্মের মেরুদণ্ড। নীতির দিক্ দিয়া যাহা “পটিচ্চ-সমুপ্পাদো”, প্রচারের দিক্ দিয়া তাহাই “চত্তারো অরিয়-সচ্চানি। সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব-লাভের সেই অতুলনীয় জ্যোৎস্নালোকে, সেই “নেরঞ্জরায় তীরে, বোধি-রুক্ম-মূলে” সেই অনন্ত জ্ঞানী এই নীতি শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছিলেন,-“অনুলোম-পটিলোমং মনসা’ কাসি”। জীবন-রহস্য-উদ্ভেদে ইহাই বীতরাগ-বীতদ্বেষ-বীত-মোহের হেতু-মূলক দার্শনিক সিদ্ধান্ত; সূক্ষ্মতম ভব-তৃষ্ণার হেতুহীন কর্ণ-সুখকর বিচার নহে। এই পঞ্চস্কন্ধময় জীবনের সঙ্গে “অনিত্যতা”, সূতরাং “দুঃখ” জড়িত। একরূপ ভাবে জড়িত যে, “অনিত্য”, “দুঃখ” এবং “পঞ্চস্কন্ধ” অভিন্ন। ইহা প্রত্যেক চিন্তাশীলের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই দুঃখোৎপত্তির ও দুঃখ-নিরোধের কারণ-পরম্পরা এই নীতিতে প্রদর্শিত। এজন্য এই নীতি “দুঃখ-নিরোধ-বাদ”। এবংবিধ “নিরোধ” নির্ব্বাণেরই অপর নাম;-“নিরোধো নাম নিব্বানং”। এই নীতি-জ্ঞানই পুরাকালে বৌদ্ধ-সাধকের ললিত-কণ্ঠের সুললিত ভাষা পাইয়া উদগীত হইয়াছিল :-

“কম্মস্স কারকো নথি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি; এবেতং সম্মা দস্সনং।
এবং কম্মে বিপাকে চ বত্তমানে সছেতুকে,
বীজ-রুক্মাদিকানং’ব পুঝ্বাকোটি ন ঞ্জয়তি।
অনাগতে হি সংসারে অপ্পবত্তং ন দিস্সতি”।

কিন্তু,

“এতমথং অনঞায় তিথিয়া অসযং-বসী
সত্ত-সঞং গহেত্বান সস্সতুচ্ছেদ-দস্সিনো
দ্বাসট্ঠি দিট্ঠিং গণ্হন্তি, অঞমঞং বিরোধিকা।

দিট্ঠি-বন্ধন-বন্ধা তে, তণ্হা-সোতেন বুয়্হরে ;
তণ্হা-সোতেন বুয়্হন্তে ন তে দুক্খা পমুচ্চরে” ।

পক্ষান্তরে-

“এবমেতং অভিঞায ভিক্খু বুদ্ধস্স সাবকো
গম্ভীরং নিপুণং সুঞং পচযং পটিবিজ্জতি” ।

তাই স্পষ্টীভূত হয়-

“কম্মং নথি বিপাকম্হি ; পাকো কম্মে ন বিজ্জতি ;
অঞমঞং উভো সুঞা, ন চ কম্মং বিনা ফলং” ।

অথচ,

“কম্মা বিপাকো বত্তন্তি, বিপাকো কম্ম-সম্ভবো,
কম্মা পুনব্ভবো হোতি; এবং লোকো পবত্তন্তী”তি” ।

সুতরাং

“ন হেথ দেবো ব্রহ্মা বা সংসারস্স’খি-কারকো;
সুদ্ধ ধম্মা পবত্তন্তি হেতু-সম্ভার-পচযা’তি” ।

এইরূপে এই নীতি “শাস্বত-বাদ” ও “উচ্ছেদ-বাদ” উভয় অন্ত
পরিত্যাগ করিয়া, মধ্য-পথ-“হেতু-ফলের সম্ভতি-বাদই”-প্রদর্শন করে । এই
সম্ভতি-বাদই অনাত্ম-বাদ ।

এই নীতির দর্পণে আমরা দেখিতে পাই যে, সাঁঝের দীপ-শিখা ও নিশীথের
দীপ-শিখা একও নহে, ভিন্নও নহে; অর্থাৎ শাস্বতও নহে, উচ্ছেদও নহে ।
তবে কি? সম্ভতি;-হেতু-ফলের প্রবাহ; “ন চ সো, ন চ অঞা”!

এই পুস্তিকার সঙ্কলনে নিম্নলিখিত গ্রন্থের সাহায্য পাইয়াছি, বিভঙ্গ, উদান,
পট্টঠান, বিসুদ্ধি-মগ্গ, সূত্র-নিকায়, ব্রহ্ম ভাষায় লিখিত লেদী পণ্ডিতের “পটিচ্চ-
সমুপ্পাদ-দীপনী এবং মহাবোধি পত্রিকায় প্রকাশিত সুপণ্ডিত জ্ঞান-ত্রিলোক
ভিক্ষুর “Dependent Origination” নামক গ্রন্থ ।

চট্টগ্রাম, পাথরঘাটা ।

২৬শে আষাঢ়, ২৪৮৩ বুদ্ধাব্দ

১১ই জুলাই, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ

}

শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি

প্রকাশকের কথা

জগতপূজ্য মহাকারণিক বুদ্ধের ধর্মবাণী অন্ধকারময় এই পৃথিবীকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করার একমাত্র উত্তম মশাল। বুদ্ধ যে ধর্মবাণী এই পৃথিবীর বুকে প্রচার করেছিলেন তা সকল প্রাণির হিত ও মঙ্গলের জন্য। তাঁর প্রচারিত ধর্মবাণীর মধ্যে কোন গোষ্ঠি, গোত্র ও শ্রেণীভেদ প্রথা ছিলনা। সকল মানবগোষ্ঠির জন্য ছিল উন্মুক্ত। যারা জন্ম এবং মৃত্যুকে দুঃখময়রূপে দর্শন করেন, তারাই বৌদ্ধ ধর্মের প্রকৃত অনুসারী। মানব জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে হলে অবশ্যই তাকে পরিশুদ্ধ চিন্তের অধিকারী হতে হয়। মানবের চিন্ত প্রবাহে কুশল ও অকুশল ভেদে এই বিষয় দুইটি সদা-সর্বদা বিরাজমান থাকে। চিন্ত প্রবাহে অকুশলের গতি বৃদ্ধি পেলে মানবগণ পাপ কর্ম শুরু করে, আর কুশলের গতি বৃদ্ধি পেলে পুণ্যময় কর্ম সম্পাদন করে। কুশল কর্মই হচ্ছে মানবের একমাত্র করণীয় কর্তব্য। আজ থেকে প্রায় ৭৩ বছর আগে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের পণ্ডিত ও কবি-দার্শনিক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি কর্তৃক রচিত “প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি বা (কার্য-কারণ-নীতি) বইটি প্রকাশিত হয়। বইটির সারমর্ম দুঃখমুক্তিকামী মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ব্যবহার একান্তই প্রয়োজন। তাই দুঃখমুক্তিকামী মানুষের বিশেষ উপকারার্থে “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী”র পক্ষ হতে “প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি বা (কার্য-কারণ-নীতি) বইটি পুনঃ মুদ্রণের যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, তা সত্যই প্রশংসনীয়। “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী”র প্রতিষ্ঠাতা পরম শ্রদ্ধাভাজন বিপুলবংশ খের মহোদয় অত্র গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেন।

আমি একজন নবীন ভিক্ষু হওয়া সত্ত্বেও পূজ্য ভাস্তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও বৌদ্ধ সমাজ তথা অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিতমণ্ডলী, যাঁরা বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেন, তাঁহাদের বিশেষ

উপকারার্থে বৌদ্ধ ধর্মের জটিল দার্শনিক বিষয় ‘প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি বা (কার্য-কারণ-নীতি)’ বইটির প্রকাশনার মত পুণ্যময় দায়িত্ব গ্রহণ করি। পণ্ডিত ও দার্শনিক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দির কনিষ্ঠা কন্যা বীণাপানি মুৎসুদ্দি (চামেলী) “আনন্দমিত্র-বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী”কে অত্র বইটি পুনঃ মুদ্রণ করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন। তজ্জন্য প্রকাশনীর কর্তৃপক্ষের পক্ষ হতে আমি তাঁকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামীতেও তিনি শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত “ধর্মপদ” বই খানি প্রকাশের অনুমতি দেবেন বলে আশা রাখি।

পরম পূজ্য উপাধ্যায়গুরু ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, শ্রামণ্য গুরু ভদন্ত তিলোকাবংশ থের ও শিক্ষাগুরু ভদন্ত সত্যপাল থের, কল্যাণমিত্র ভদন্ত সুপ্রিয়ানন্দ ভিক্ষু, বঙ্কুবর ভদ্রবংশ ভিক্ষু ও দীপবংশ ভিক্ষুসহ আরও অসংখ্য হিতকামী ভিক্ষুদের একান্ত আশীর্বাদে আমার এই পবিত্র ভিক্ষু জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করার জন্য সুযোগ লাভ করেছি এবং যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেন তাঁদের সবাইকে বিনীত বন্দনা ও শুভেচ্ছাভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে বলতে হয়, যার অনুপ্রেরণায়ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে ধর্মীয় বই প্রকাশনার মত একটি পুণ্যময় কর্মের দায়িত্ব গ্রহণ করি, তিনি আমার একান্ত শ্রদ্ধাভাজন ভদন্ত বিপুল বংশ থের মহোদয়। পূজ্য ভূক্তের প্রতি বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সাথে সাথে বাঙ্গালী বৌদ্ধ পণ্ডিত ও দার্শনিক শ্রীবীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি পারলৌকিক শান্তি ও পরম সুখ নির্বাণের অধিকারী হোক এই কামনা করছি।

“জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।”

তারিখ :

০৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ ইং

১৯ ভাদ্র, ১৪১৯ বাংলা

গহিরা অঙ্কুরঘোনা জেতবনারাম বিহার

ভদন্ত তিষ্যবংশ ভিক্ষু

}

প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি

নমো তস্মৈ ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্মৈ

মনীষী নিউটন যেমন একটি আতা ফলের ভূপতন রূপ অতি সচরাচর ঘটনার মধ্যে জড়-জগতের মহাসত্য-মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তেমনি, তাঁহার বহু শতাব্দী পূর্বে শাক্যমুনি (তখন শাক্যসিংহ) আমাদের নিত্য দৃশ্যমান জরা, রুগ্ন ও মৃতের মধ্যে অপর এক মহাসত্য,-অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মের ক্রিয়া দেখিতে পাইয়া বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি “দুঃখময়তা” বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এবং চতুর্থ দৃশ্য ভিক্ষুর মধ্যে এই দুঃখ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা বুঝিতে পারিয়া সেই মুক্তির পথ অন্বেষণ করিবার জন্য তিনি রাজ্য-ধন-জন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং দীর্ঘ ছয় বৎসর ব্যাপিয়া অতি কঠোর সাধনা করিতে করিতে মৃত-প্রায় হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দুঃখ-মুক্তির জন্য কাম-ভোগ যেমন অনর্থকর-কৃচ্ছ সাধনও তেমনি নিষ্ফল। অবশেষে তিনি মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া জগতের সেই মহাদিনে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, “ইমস্মিং সতি ইদং হোতি, ইমস্সুপ্পাদা ইদং উপ্পজ্জতি”। আরও বুঝিলেন “ইমস্মিং অসতি ইদং ন হোতি, ইমস্স নিরোধা ইদং নিরুজ্জতি”। ইহাই “কার্য্য-কারণ নীতির” মূল-সূত্র। জড়-জগত এবং মনোজগত এই নীতি দ্বারাই পরিশাসিত হইতেছে। “হেতুর উৎপত্তিতে ফলের উৎপত্তি, হেতুর নিরোধে ফলের নিরোধ”।

এই নীতি, শাক্যমুনি, বিশ্বের অন্য কোন বিষয়ে প্রয়োগ না করিয়া, শুধু দুঃখের হেতু-নির্ণয়ে ও ধ্বংস-সাধনার্থ প্রয়োগ করিলেন। কারণ অন্যান্য বিষয় তাঁহার অনুসন্ধেয় ছিলনা। তিনি শুধু দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণের উপায় খুঁজিবার জন্যই নিষ্ক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বোধিদ্রুম-মূলে সে উপায় পাইয়া দুঃখ-নিরোধ করিয়াছিলেন। জীবন-দুঃখের উৎপত্তির ও নিরোধের কারণই “প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি” বা কার্য্য-

কারণ-নীতি। এই নীতি কিছুতেই জগতের আদি-তত্ত্ব নহে। “অঙ্গুত্তর নিকায়ের” চতুষ্ক-নিপাতে বুদ্ধ বলিতেছেন “লোক-চিন্তা ভিক্ষবে, অচিন্তেয়্যা, ন চিন্তেতব্বা। যং চিন্তেত্তো উম্মাদস্স বিঘাতস্স ভাগী অস্স”। জগতের আদি চিন্তাতীত ; যিনি ইহা চিন্তা করিবেন; তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত হইতে এবং অনুশোচনা করিতে হইবে। এমতাবস্থায় বুদ্ধ কিছুতেই প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতিতে জগতের আদি-তত্ত্ব শিক্ষা দেন নাই। “অবিদ্যা” জগতের আদি নহে; অবিদ্যা চির-বিদ্যমান। মাধ্যাকর্ষণ যেমন জড়-শক্তি, অবিদ্যাও তেমনি মানসিক শক্তি; জগতের অন্যান্য শক্তির ন্যায় ইহাও একটা শক্তি; সুতরাং অনাদি। অবিদ্যার আদি অনির্ণেয় হইলেও ইহার প্রকৃতি আমরা নির্ণয় করিতে পারি এবং তদ্বারা ইহার প্রভাব হইতে নিজকে মুক্ত করিতে পারি। দুঃখের হেতু নির্ণয় করিতে যাইয়া বুদ্ধ, আদিতে অবিদ্যাকে স্থাপন করিয়াছেন। তাই বলিতেছেন-

“অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নামরূপ, নামরূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জন্ম, জন্মের কারণে জরা-মরণ-শোক বিলাপ দুঃখ-মনস্তাপ-নিরাশা উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে সমগ্র দুঃখরাশি উৎপন্ন হয়। কিন্তু অবিদ্যার নিরোধে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। সংস্কারের নিরোধে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের নিরোধে নামরূপ, নামরূপের নিরোধে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের নিরোধে স্পর্শ, স্পর্শের নিরোধে বেদনা, বেদনার নিরোধে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার নিরোধে উপাদান, উপাদানের নিরোধে ভব, ভবের নিরোধে জন্ম, জন্মের নিরোধে জরা-মরণ-শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-নিরাশা নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে সমগ্র দুঃখ-রাশি নিরুদ্ধ হয়।”

এই অবিদ্যা-এই না জানা, অজ্ঞানতা কি? কোন বিষয় না জানা অবিদ্যা?

পঞ্চোপাদান-স্কন্ধ যে দুঃখ ইহা না বুঝা অবিদ্যা ; এই দুঃখের

কারণ যে “তৃষ্ণা” ইহা না বুঝা অবিদ্যা ; তৃষ্ণার নিরোধে যে দুঃখের নিরোধ হয়, ইহা না বুঝা অবিদ্যা ; এবং আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গানুযায়ী জীবন-চালন যে তৃষ্ণা নিরোধ করিবার একমাত্র উপায়, ইহা না বুঝা অবিদ্যা । অবিদ্যা চতুরার্য্য সত্যের রস, লক্ষণ কিছুই জানিতে দেয় না, বুদ্ধিতে দেয় না, ভেদ করিতে দেয় না ; উহাদিগকে আবৃত করিয়া রাখে । এতদ্ব্যতীত অতীত ও ভাবী জীবনের “স্কন্ধ”, “আয়তন”, “ধাতু” এবং প্রত্যয়োপন্ন ধর্ম্মের রস-লক্ষণাদিও জানিতে দেয় না । এরূপ জানিতে না দেওয়া অবিদ্যার কার্য্য । সুতরাং অবিদ্যা, চিত্তের সেই অজ্ঞানতা যেই অজ্ঞানতা চিত্তকে উক্ত তত্ত্বগুলি উপলব্ধি করিতে অক্ষম করিয়া রাখে ।

চিত্ত ঐ তত্ত্বাবলীর সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুপলব্ধ অবস্থায়, যখন কোন বিষয় চিন্তা করে, বাক্য বলে বা কার্য্য করে, তখন সেই চিন্তা, বাক্য বা কার্য্য চিত্তের এক নবীন অবস্থা উৎপাদন করে । চিত্তের এই অবস্থাই “সংস্কার” । ইহার অপর নাম “কর্ম্ম” এই “কর্ম্ম” পুনর্জন্ম উৎপাদক । ইহাই “অবিজ্জা পচয়া সজ্জারা” । অবিদ্যার কারণে সংস্কারের উৎপত্তি । সংস্কারের উৎপত্তির পক্ষে অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয় বা কারণ,-কিন্তু একমাত্র প্রত্যয় নহে । এ বিষয়ে আরও নানা প্রত্যয় সাহায্য করে । প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির দ্বাদশ অঙ্গের উৎপত্তি বহু প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে । এখানে শুধু প্রধান প্রত্যয়, প্রকট প্রত্যয় বা অসাধারণ প্রত্যয় মাত্র উল্লেখিত হইয়াছে ।

অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয় হইয়া চিত্তে পুনর্জন্মদায়ক ত্রিবিধ সংস্কার উৎপন্ন করে । (১) পুণ্য সংস্কার ; (২) অপুণ্য সংস্কার ; (৩) আনেজ্জা সংস্কার । অষ্টবিধ কামাবচর কুশলচিত্ত ও পঞ্চবিধ রূপাবচর কুশল চিত্ত পুণ্য-সংস্কার । দ্বাদশ অকুশল চিত্ত অপুণ্য-সংস্কার । চতুর্বিধ অরূপাবচর কুশল চিত্ত আনেজ্জা সংস্কার । আনেজ্জা অর্থ নিশ্চল । ইহা সমাধি-চিত্ত-গঠিত সংস্কার বলিয়া সুখে দুঃখে নিশ্চল থাকে । এই ২৯ প্রকার চিত্তই সংস্কার । এখন প্রশ্ন হইতেছে, অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্ত দ্বারা যদি অকুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়, তবে তদ্বারা কুশল-সংস্কার বা আনেজ্জা-সংস্কার কিরূপে

উৎপন্ন হইতে পারে? আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা বিরূপই বোধ হয়। বিরূপ বোধ হইলেও কিন্তু উৎপন্ন হয়। মধুর দুগ্ধের প্রত্যয়ে স্বাদু সর ও অম্ল দধি, দুই ভিন্ন ধর্মাক্রান্ত বস্তু উৎপন্ন হয়। চেতনা বা উদ্দেশ্যের পার্থক্যে, অবিদ্যার প্রত্যয়ে, বিভিন্ন জাতীয় সংস্কার উৎপন্ন হয়।

১। অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারের উৎপত্তি।

(১) পুণ্য সংস্কারের উৎপত্তি-

(ক) অবিদ্যাকে অকুশল ও বর্জ্যনীয় বুঝিতে পারিয়া যদি কেহ অবিদ্যার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার সঙ্কল্প করে এবং তথা অবিদ্যার লক্ষণ, কার্য্য-কারণাদি গভীর মনোনিবেশে বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে তাহার কুশল-কর্ম্মই করা হয়,-কুশল সংস্কারই উৎপন্ন হয়। এমতাবস্থায় অবিদ্যা তাহার এবম্বিধ কুশল-সংস্কারের “আলম্বন-প্রত্যয়”।

(খ) যখন কেহ “অভিজ্ঞা-চিন্তা” দ্বারা পর চিন্তের অবিদ্যার পরিচয় পায়, তবে তাহার রূপাবচর কুশল-সংস্কার উৎপন্ন হয়। এই সংস্কার অবিদ্যাকে অবলম্বন করিয়াই উৎপন্ন হয়। এখানেও অবিদ্যা এই রূপাবচর কুশল-সংস্কারের “আলম্বন-প্রত্যয়”।

(গ) অবিদ্যা ক্ষয় করিবার উদ্দেশ্যে যদি কেহ দানাদি পুণ্য-কর্ম্ম সম্পাদন করে, কিংবা ধ্যানাদি উৎপাদন করে, তবে অবিদ্যা এই পুণ্য-সংস্কারের ও ধ্যান-সংস্কারের “উপনিশ্রয়-প্রত্যয়”।

(ঘ) অবিদ্যা-সংমূঢ় হইয়া যদি কেহ কামলোকের বা রূপলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আকাঙ্ক্ষায় কুশল-কর্ম্ম সম্পাদন করে, তবে তাহার সেই অবিদ্যা এবম্বিধ কুশল-সংস্কারের “উপনিশ্রয়-প্রত্যয়”।

(২) অবিদ্যার প্রত্যয়ে অপুণ্য-সংস্কারের উৎপত্তি।

(ক) অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তে চিন্তা করিবার সময় যদি লোভ-মূলক চিন্তা উৎপন্ন হয়, তবে উহার তদ্রূপ উৎপত্তি কালে, অবিদ্যা ঐ রাগের “আলম্বন-প্রত্যয়”। এবং একান্ত মনে ঐ রাগচিন্তা উপভোগ কালে “আলম্বনাধিপতি” ও “আলম্বন-উপনিশ্রয় প্রত্যয়”। অবিদ্যা বা মোহ লোভ ও দ্বেষের হেতু।

(খ) অবিদ্যাচ্ছন্ন চিত্তে, অকুশল ও তাহার পরিণাম বুদ্ধিতে না পারিয়া, প্রাণি-বধ, অদত্ত-গ্রহণ, পারদার্য্য, মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্যাদি সম্পাদন কালে যে অকুশল সংস্কার উৎপন্ন হয়, অবিদ্যা সেই অকুশল সংস্কারের “প্রকৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয়”। চিত্ত বীথির প্রত্যেক পূর্ববর্তী জবনের অবিদ্যা পরবর্তী জবনের অপুণ্য-সংস্কারকে অনন্তর, সমনন্তর, অনন্তরোপনিশ্রয়, আসেবন, নাস্তি ও বিগত-প্রত্যয়-শক্তির আকারে সাহায্য করে।

(৩) অবিদ্যার প্রত্যয়ে আনেজ্ঞা সংস্কারের উৎপত্তি।

(ক) আনেজ্ঞা সংস্কারের সহিত অবিদ্যার শুধু “প্রকৃতি উপনিশ্রয়-প্রত্যয়” হয়। ইহাও পুণ্য-সংস্কারের উপনিশ্রয়-প্রত্যয়ের মতন বুদ্ধিতে হইবে।

এইরূপে চিত্ত-বীথির “জবন-স্থানে” অবিদ্যা “উপনিশ্রয়” হইয়া পুণ্য-সংস্কার ও আনেজ্ঞা-সংস্কার এবং “হেতু” হইয়া অধুনা-সংস্কার উৎপন্ন করে।

২। সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি।

পূর্বোক্ত ২৯ প্রকার সংস্কার বা লৌকীয়-জবন-চিত্তের ফল স্বরূপ ৩২ প্রকার “বিপাক-বিজ্ঞান” উৎপন্ন হয়।

যথা ৪-৮ মহাবিপাক-বিজ্ঞান, ৯ মহদগত বিপাক-বিজ্ঞান, ১০ দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান, ২ সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত এবং ৩ সন্তীরণ-চিত্ত। চিত্ত-বীথির জবন-স্থানেই চিত্ত পুনর্গঠিত হয়; ইহাই চিত্তের সক্রিয় অংশ। এই পুনর্গঠিত চিত্তের বা সংস্কারের প্রাচ্ছন্ন শক্তি যখন অবকাশ পায়-অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস, স্পর্শ বা ভাবের সহিত যথাক্রমে চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা কায়া বা চিত্তের সম্মিলন হয়, -তখন উহা পুনর্বিকশিত হয়। এই বিকাশাবস্থাই “বিজ্ঞান”। সুতরাং চিত্তের সংস্কারজ প্রাচ্ছন্ন-শক্তির প্রতিক্রিয়ার অবস্থাই “বিপাক-বিজ্ঞান”। এই ২৯ প্রকার চিত্ত-ক্রিয়ার প্রাচ্ছন্ন-শক্তির অনুবলে উক্ত ৩২ প্রকার অভিব্যক্ত অবস্থাই ৩২ প্রকার

“বিপাক-বিজ্ঞান”। সুতরাং বিপাক-বিজ্ঞান শুধু অবিদ্যা সম্পর্কিত চিন্তা-শক্তির প্রতিক্রিয়ার অবস্থা। চিন্তের এই প্রতিক্রিয়া বা “বিপাক-বিজ্ঞান” জীবনের দ্বিবিধ অবস্থায়, প্রবর্তন কালে এবং প্রতি সন্ধির মুহূর্তে-বিনা চেষ্টায়, স্বতঃ ও শান্তভাবে সম্পাদিত হয়। প্রবর্তনের সময় ৩২ প্রকার বিপাক-বিজ্ঞানের সকলেরই প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু প্রতিসন্ধির ক্ষণে, এই ৩২ প্রকার বিপাক-বিজ্ঞানের মধ্যে উনিশটি প্রতিসন্ধিকৃত্য সম্পাদনে ক্ষমতাবান। এবং ঐ উনিশটির মধ্যে অবস্থানুযায়ী একটিমাত্র প্রতিসন্ধিকৃত্য সম্পাদন করে।

দ্বাদশ প্রকার অকুশল সংস্কারের (চিন্তের) প্রত্যয়ে সপ্তবিধ অহেতুক অকুশল-বিপাক-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যথা :- উপেক্ষা সহগত (১) চক্ষু-বিজ্ঞান, (২) শ্রোত্র-বিজ্ঞান, (৩) ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, (৪) জিহ্বা-বিজ্ঞান, (৫) দুঃখ-সহগত কায়-বিজ্ঞান, (৬) উপেক্ষা সহগত সম্প্রতীচ্ছ চিন্তা, (৭) উপেক্ষা সহগত সন্তীরণ চিন্তা।

ত্রয়োদশ প্রকার পুণ্য-সংস্কারের প্রত্যয়ে অষ্ট-অহেতুক এবং অষ্ট সহেতুক কামাবচর কুশল বিপাক-চিন্তা উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চ রূপাবচর বিপাক-চিন্তা উৎপন্ন হয়। চতুর্বিধ আনেঞ্জা সংস্কারের প্রত্যয়ে-চতুর্বিধ অরূপ-বিপাক-চিন্তা উৎপন্ন হয়। এইরূপে এই ত্রিজাতীয় ২৯ প্রকার সংস্কারের প্রত্যয়ে ৩২ প্রকার “বিপাক-বিজ্ঞান” উৎপন্ন হয়। এই বিপাক-বিজ্ঞান প্রত্যয়াদি দ্বারা সক্রিয় হইলে চিন্তা-বীথির জবন স্থানে আবার তাহা হইতে নবীন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে; ঠিক যেমন বীজ, জল-বায়ু-উত্তাপ-মাটি প্রভৃতি প্রত্যয় দ্বারা সক্রিয় হইয়া আবার নবীন বৃক্ষ উৎপন্ন করে। এইরূপে চিন্তা যতকাল অবিদ্যাচ্ছন্ন থাকে, প্রত্যয় সাহায্যে সক্রিয় হইয়া সংস্কার সৃজন করে। সংস্কার পুনঃ বিপাক বিজ্ঞানের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ যেমন বৃক্ষ ও বীজের, বীজ ও বৃক্ষের আকারে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, তেমনি জীবও সংস্কার ও বিজ্ঞানে, বিজ্ঞান ও সংস্কারে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। সংস্কার “নানাক্ষণিক কর্ম-প্রত্যয় ও প্রকৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয়”-শক্তি বলে বিজ্ঞানোৎপত্তির সাহায্য করে।

৩। বিজ্ঞানের প্রত্যয়ে নাম-রূপের উৎপত্তি।

উপরেও বলা হইয়াছে যে, ৩২ প্রকার বিজ্ঞানের মধ্যে উনিশটি প্রতিসন্ধি-কৃত্য সম্পাদনে ক্ষমতাপন্ন। তন্মধ্যে “অকুশল-বিপাক-উপেক্ষা-সন্তীরণ” দুর্গতিতে প্রতিসন্ধি (পুনর্জন্ম) উৎপন্ন করে। কামাবচর-কুশল-বিপাক-উপেক্ষা-সন্তীরণ ও অষ্ট সহেতুক-কুশল-বিপাক এই নয় প্রকার বিপাক-চিন্তের মধ্যে অবস্থাভেদে যে কোন একটি কামসুগতিতে প্রতিসন্ধি জন্মায়। “পঞ্চবিধ রূপ-বিপাক-বিজ্ঞান” রূপ-লোকে এবং চতুর্বিধ “অরূপ-বিপাক-বিজ্ঞান” অরূপ-লোকে প্রতিসন্ধি জন্মায়। এই উনিশ প্রকার প্রতিসন্ধিকারী বিজ্ঞানের মধ্যে অবস্থাভেদে যে কোন একটি প্রতিসন্ধির সময় “নাম-রূপ” উৎপন্ন করে। এখানে “নাম” অর্থে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার (চৈতসিক) স্কন্ধত্রয়। এবং “রূপ” অর্থে কর্মজ রূপ-কলাপ।*

প্রতিসন্ধিক্ষণে প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান, সহজাত অঞমঞ (পরম্পর), নিশ্রয়, বিপাক, আহার (বিজ্ঞানাহার), ইন্দ্রিয় (মেনেদ্রিয়), সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা নামের (বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কারের) উৎপত্তির সাহায্য করে। এবং “হৃদয়-বাস্ত্বরূপের” উৎপত্তির জন্য উক্ত নববিধ প্রত্যয়ের মধ্যে “সম্প্রযুক্ত” ব্যতীত অবশিষ্ট অষ্টবিধ প্রত্যয়-শক্তি এবং “বিপ্রযুক্ত” প্রত্যয়-শক্তি, এই নব প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা সাহায্য করে। অন্যান্য রূপের অর্থাৎ কায়-দশক ও ভাব-দশকের উৎপত্তির জন্য উক্ত নববিধ হইতে “অঞমঞ” বাদ যাইয়া বাকী ৮ প্রকার প্রত্যয় সাহায্য করে। প্রতিসন্ধিক্ষণে “নামের” সঙ্গে “হৃদয়-বাস্ত্ব-রূপ” সহজাত ও বিপ্রযুক্ত প্রত্যয়। চক্ষু-দশকাদি অবশিষ্ট কর্মজ-রূপ ক্রমে উৎপন্ন হয়।

*“কর্মজ রূপ-কলাপ” বলিতে বৌদ্ধ-দর্শনে চক্ষু-দশক, শ্রোত্র-দশক, ঘ্রাণ-দশক, জিহ্বা-দশক, কায়-দশক, স্ত্রী-ভাব-দশক, পুংভাব-দশক, হৃদয়-বাস্ত্ব-দশক এবং রূপজীবিতেন্দ্রিয়-নবক এই নয় প্রকার রূপ-কলাপকেই বুঝায়। •

৪। নাম-রূপের প্রত্যয়ে ষড়ায়তনের উৎপত্তি।

চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় এবং মন;- ইহারাই ষড়ায়তন। আয়তন শব্দের নানা অর্থ,-তবে এখানে স্থান বুঝাইতেছে। “রাগাদি রজস্‌স উৎপত্তি-দেসো”। মনায়তন বলিতে ১০ দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান+৩ মনোধাতু+৭৬ মনোবিজ্ঞান ধাতু=৮৯ চিত্তকে বুঝায়।

এখানেও “নাম” বলিতে বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার স্বক্কত্রয়। এবং “রূপ” বলিতে চারি ভূতরূপ; চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও হৃদয়-বাস্তব সহ ছয় বাস্ত্বরূপ; রূপজীবিতেন্দ্রিয় এবং ওজঃ এই দ্বাদশ রূপকেই নির্দেশ করে।

(ক) নামের (বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কারের) সহিত ৬ষ্ঠ আয়তনের অর্থাৎ মনায়তনেরই প্রত্যয়। “নাম পচয়া ছট্ঠায়তন”। পট্ঠানো। প্রতিসন্ধি-ক্ষণে নাম ও মনায়তনের সাত প্রকার প্রত্যয় ঃ-সহজাত, অঞমঞ, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, বিপাক, অস্তি এবং অবিগত। এতদ্ব্যতীত হেতু প্রত্যয় মন সংশ্লেষতনা আহার প্রত্যয় ও বিজ্ঞানাহার প্রত্যয় ও সমর্থন করা যায়। প্রবর্তন কালেও (during life time) বিপাক-বিজ্ঞানের সহিত মনায়তনের উপরোক্ত প্রত্যয়গুলিই সম্বন্ধীভূত।

(খ) যেই দ্বিপঞ্চ-বিজ্ঞান চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ দ্বারের মধ্যদিয়া বেদনা সংজ্ঞা, উৎপন্ন করে (অবশ্য প্রবর্তনের সময়) সেই দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান চক্ষু প্রভৃতির পশ্চাজ্জাত, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়।

(গ) কুশলাকুশল চিত্তও চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ আয়তনের পশ্চাজ্জাত, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়।

(ঘ) রূপের (হৃদয়-বাস্তব) সহিত ষষ্ঠায়তনের সহজাত অঞমঞ, নিশ্রয়, বিপ্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়। শুধু প্রতি-সন্ধির সময় হৃদয়-বাস্তব ও প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞান যুগপৎ উৎপন্ন হয়, এজন্য সহজাত-প্রত্যয়। পরস্পরের উৎপত্তির জন্য পরস্পর সাহায্য করে; নতুবা কোনটি উৎপন্ন হইতে পারে না, এজন্য অঞমঞ প্রত্যয়। কিন্তু হৃদয়-বাস্তব প্রতিসন্ধি-

বিজ্ঞানের নিশ্চয় আকারে বিদ্যমান (অস্তি) থাকিয়া এবং অবিদ্যমান না থাকিয়া (অবিগত) মনায়তনের উৎপত্তির সাহায্য করে। এজন্য অঞমঞ, নিশ্চয়, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়।

(ঙ) ভূতরূপের সহিত চক্ষাদি পঞ্চায়তন সহজাত, নিশ্চয়, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়ে সম্বন্ধীভূত।

পঞ্চ প্রসাদ-রূপের মধ্যে প্রতিসন্ধির সময় শুধু কায়-প্রসাদ উৎপন্ন হয়। সুতরাং ইহা মহাভূতরূপের সহজাত। অন্যান্য প্রসাদ-রূপ ক্রমে বিকশিত হয়। পঞ্চ বাস্ত্বরূপ কিন্তু চারি মহাভূতের নিশ্চয়, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা বিদ্যমান থাকে।

(চ) রূপ-জীবিতেন্দ্রিয় প্রতিসন্ধি ও প্রবর্তনকালে চক্ষাদি পঞ্চ বাস্ত্বরূপকে অস্তি, অবিগত ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা সাহায্য করে।

(ছ) কর্মজ ওজঃ অর্থাৎ কবলীকার-আহার পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়-রূপকে প্রবর্তন কালে, অস্তি, অবিগত ও আহার প্রত্যয় দ্বারা সাহায্য করে। অর্থাৎ পঞ্চেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব রূপ-আহারের উপর নির্ভর করে। “সর্বের সত্তা আহার-ঠিতিকা”।

নামরূপ ষড়ায়তনকে সর্বমোট ১৬ প্রকার প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা উৎপত্তির সাহায্য করে। এই ষড়ায়তনের সঙ্গে যখন আলম্বন সংযুক্ত হয়, তখনই :-

৫। ষড়ায়তন-প্রত্যয়ে স্পর্শোৎপত্তি।

দৈহিক আয়তনের সহিত যখন বহিরায়তনের সম্মিলন ঘটে এবং মনসিকার তাহাতে সংযুক্ত হয়, তখনই স্পর্শের উৎপত্তি হয়। এইরূপে আমরা ছয় প্রকার স্পর্শ পাইয়া থাকি। যথা :- (১) চক্ষু সংস্পর্শ, (২) শ্রোত্র সংস্পর্শ, (৩) ঘ্রাণ সংস্পর্শ, (৪) জিহ্বা সংস্পর্শ, (৫) কায় সংস্পর্শ, (৬) মনঃ সংস্পর্শ। এই স্পর্শ বিপাক-চিন্তা এবং ৩২ প্রকার বিপাক-বিজ্ঞানে সম্প্রযুক্ত।

চক্ষায়তন চক্ষু-সংস্পর্শকে নিশ্চয়, পূর্বজাত, ইন্দ্রিয়, বিপ্রযুক্ত,

অস্তি, অবিগত এই ছয় প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা উৎপত্তির সাহায্য করে ।

সেইরূপ শ্রোত্রায়তনাদি স্ব স্ব সম্পর্কিত স্পর্শকে উক্ত ষড়্-শক্তি দ্বারা উৎপত্তির সাহায্য করে ; অবশ্য প্রবর্তন কালে । কিন্তু দ্বিপঞ্চ বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান-ধাতু (মনায়তন) মনঃ-সংস্পর্শকে নিশ্রয়, সহজাত, অঞমঞ, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত এই নয় প্রকার প্রত্যয়-শক্তি দ্বারা উৎপত্তির সাহায্য করে ।

মনায়তন চক্ষু-বিজ্ঞানাদি পঞ্চস্পর্শ-বিজ্ঞানের ও মনঃ-সংস্পর্শের সহজাত, অঞমঞ, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, ইন্দ্রিয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয় ।

পঞ্চ আলম্বন অর্থাৎ রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্প্রষ্টব্য পঞ্চবিধ স্পর্শের আলম্বন, পূর্বজাত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয় ।

ষড়ালম্বন মনঃস্পর্শের আলম্বন প্রত্যয় । এই ষড়ালম্বনের মধ্যে অতীত কালীয় পঞ্চালম্বনও অন্তর্ভুক্ত ।

৬ । স্পর্শের প্রত্যয়ে বেদনার উৎপত্তি ।

বেদনার নিশ্রয় হিসাবে বিচার করিতে গেলে বেদনা ছয় প্রকার হইয়া পড়ে । যথা :- (১) চক্ষু-সংস্পর্শজা বেদনা, (২) শ্রোত্র সংস্পর্শজা বেদনা, (৩) ঘ্রাণ-সংস্পর্শজা বেদনা, (৪) জিহ্বা-সংস্পর্শজা বেদনা, (৫) কায়-সংস্পর্শজা বেদনা, (৬) মনঃ-সংস্পর্শজা বেদনা ।

চক্ষু-সংস্পর্শ, চক্ষু-সংস্পর্শজা বেদনার সহিত সহজাত, অঞমঞ, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয় । সেইরূপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে ।

“স্পর্শ” ও “বেদনা” সর্ব-চিন্তা-সাধারণ চৈতসিক ; সুতরাং যে কোন বিজ্ঞানের সম্প্রযুক্ত-ধর্ম অর্থাৎ “একুপ্লাদ নিরোধা চ একালম্বন বথুকা” ।

চিন্তা-বীথির সম্প্রতীচ্ছ, সন্তীরণ ও তদালম্বন স্থানে যে পঞ্চবিধ বেদনা উৎপন্ন হয়, তাহাদের প্রত্যেকের উপনিশ্রয়-প্রত্যয় পঞ্চবিধ স্পর্শ ।

মনঃ-সংস্পর্শ, সহোৎপন্ন বিপাক-বেদনার সহজাত, অঞমঞ, নিশ্রয়, বিপাক, আহার, সম্প্রযুক্ত, অস্তি ও অবিগত প্রত্যয়।

এই পর্য্যন্ত আলোচিত “বিজ্ঞান”, “নাম-রূপ”, “ষড়ায়তন”, “স্পর্শ” ও “বেদনা” আমাদের জীবনের নিষ্ক্রিয় অংশ (Passive-side) বা বিপাক। এই অংশের উপর আমাদের কোন আধিপত্য নাই। অতীত জন্মের অবিদ্যা হেতু দ্বারা বর্তমান জন্মের এই বিজ্ঞানাদি পঞ্চ-ফল উৎপন্ন হইয়াছে। মশকের কামড়ে দুঃখ-বেদনা ও মলয়-পবন-স্পর্শে সুখ-বেদনার উৎপত্তি কায়ার স্বভাব। কায়ার এবংবিধ স্বভাব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্ম-বিপাক। সেইরূপ অন্যান্য আয়তন ও তৎ সম্পর্কিত স্পর্শ এবং বেদনাও বিপাক। এই বিপাক হইতে পুনঃ নূতন হেতু ইহজীবনে উৎপন্ন হইতেছে।

৭। বেদনার প্রত্যয়ে তৃষ্ণার উৎপত্তি।

ছয় প্রকার আলম্বন সম্পর্কিত ছয় প্রকার তৃষ্ণা। যথা ঃ-রূপ-তৃষ্ণা, শব্দ-তৃষ্ণা, গন্ধ-তৃষ্ণা, রস-তৃষ্ণা, স্পর্শ তৃষ্ণা, ভাব-তৃষ্ণা। রূপাদি ছয় প্রকার আলম্বনের মধ্যে যে কোন আলম্বন উপভোগের জন্য যে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তাহাই “কাম-তৃষ্ণা।” এই কাম-তৃষ্ণার সহিত যদি শাস্বত-দৃষ্টি এবং তথা রূপভবের বা অরূপভবের জীবন-তৃষ্ণা উৎপন্ন হয় তবে উহা “ভব-তৃষ্ণা”। যদি এই কাম-তৃষ্ণার সহিত জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উচ্ছেদ-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়, তবে উহা “বিভব-তৃষ্ণা”। যে কোন বিপাক-বিজ্ঞান সম্প্রযুক্ত যে কোন বেদনা, যে কোন তৃষ্ণার “উপনিশ্রয়-প্রত্যয়”। দুঃখ-বেদনা কিরূপে তৃষ্ণার প্রত্যয় হয়? দুঃখ-বেদনাগ্রস্ত সত্ত্ব যখন দুঃখ-বেদনা হইতে মুক্ত হইয়া সুখ-বেদনা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করে, তখনই তাহার ঐ দুঃখ-বেদনা, তৃষ্ণার প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয় হয়। দোর্ম্মনস্য ও উপেক্ষা-বেদনাও এইরূপ তৃষ্ণার প্রত্যয় হয়।

৮। তৃষ্ণার প্রত্যয়ে উপাদানোৎপত্তি।

ঈক্ষিত বিষয়ের অনুসন্ধান তৃষ্ণার কাজ,-সর্প যেমন ভেক অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধেয় বিষয়ের সংরক্ষণ উপাদানের কাজ,-ধৃত ভেককে যেমন সর্প দৃঢ়ভাবে ধারণ করে। উপাদান (উপ+আদান, গ্রহণ) অর্থে তৃষ্ণার বস্তুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখা। রূপাদি কাম-গুণ হইতে যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখ-তৃষ্ণাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া রাখা “কামোপাদান”। তৃষ্ণার বিষয়কে “নিত্য” “সুখ”, “শুভ” মনে করিয়া, সেই অভিমতকে দৃঢ়-গ্রহণ “দৃষ্টি-উপাদান”। তৃষ্ণার বিষয়কে অনিত্য বা ভঙ্গুর মনে করিয়া তাহার স্থায়িত্বের জন্য “ব্রত”, “মানস” পূজাদিকে দৃঢ়-গ্রহণ “শীল-ব্রতোপাদান”। শাস্বত-আত্মায় দুর্মোচ্য বিশ্বাস “আত্ম-বাদোপাদান”। তৃষ্ণা যখন গাঢ় হইয়া উপাদানে পরিণত হয়, তখন এই চতুর্বিধ আকারে আত্ম-প্রকাশ করে। পূর্বোৎপন্ন “কাম-তৃষ্ণা” পশ্চাদোৎপন্ন কামোপাদানের একমাত্র “প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়”। অন্য ত্রিবিধ উপাদান যদি তৃষ্ণার সহিত সম্প্রযুক্ত থাকে তবে এই “কাম-তৃষ্ণা” সেই উপাদান-ত্রয়ের সহজাত, অঞমঞ, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত ও হেতু প্রত্যয়। “কাম-তৃষ্ণা” যখন উপাদান চতুষ্টয়ের “প্রকৃতি উপনিশ্রয়-প্রত্যয়” হয়, তখন সহজাতাদি প্রত্যয় হইতে পারে না। যখন সহজাতাদি প্রত্যয় হয় তখনই “হেতু” প্রত্যয় হয়,-“উপনিশ্রয়-প্রত্যয়” হয় না।

৯। উপাদানের প্রত্যয়ে ভবোৎপত্তি।

ভব দ্বিবিধ : (১) কর্ম-ভব ও (২) উৎপত্তি-ভব। কর্ম-ভব জীবনের সক্রিয় অংশ; ইহা চিন্ত-বীথির জবন স্থানেই সম্পাদিত হয়। কুশলাকুশল কর্ম, সংস্কার, চেতনা ও কর্ম-ভব একই বিষয়ের বিভিন্ন অভিধান। উৎপত্তি-ভব জীবনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ,-বিপাক-চিন্ত এবং প্রতिसন্ধির সময় উৎপন্ন হয়। ৩২ প্রকার লৌকীয় বিপাক-চিন্ত, তৎসম্প্রযুক্ত ৩৫

প্রকার চৈতসিক, ১৮ প্রকার কর্মজরূপ, ইহাদের যথাযথ সমবায়ে গঠিত “নাম-রূপ” এই সমস্তই উৎপত্তি-ভব। “বিভঙ্গে” উক্ত আছে :-

“তথ কতমো উপপত্তি ভবো? কাম-ভবো, রূপ-ভবো, অরূপ-ভবো, সঞা-ভবো, অসঞা-ভবো, নেবসঞানাসঞা-ভবো, এক বোকার-ভবো, চতুবোকার-ভবো, পঞ্চবোকার-ভবো, অযং বুচ্চতি উপপত্তি-ভবো”।

কামোপাদান কুশল বা অকুশল কর্ম-ভব (সংস্কার)-উৎপন্ন করিয়া কামলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, অর্থাৎ “নাম-রূপ” আকারে উৎপন্ন হয়। “কম্ম-স্সকো”। লৌকীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতে গেলে বলিতে হয়, কেহ কেহ কামোপাদানের দ্বারা রূপলোকের বা অরূপ-লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আকাজ্জ্বা করিয়া রূপারূপ ধ্যান অভ্যাস করে ও সেই ভবে জন্ম গ্রহণ করে। এমতাবস্থায় কামোপাদান কুশল-কর্ম-ভবের “প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়”।

অথবা “দৃষ্টি-উপাদান” দ্বারা কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করে যে, “ত্রিভবের মধ্যে অমুক অমুক ভবে জন্ম-গ্রহণ করিলে আত্মা ধ্বংস হইয়া যায়।” এই বিশ্বাসে সেই ভবে জন্মগ্রহণ করিবার উপযোগী কর্ম-ভব উৎপন্ন করে। এইরূপে “দৃষ্টি-উপাদান”, ত্রিভবের যে কোন ভবে জন্ম-গ্রহণার্থ কর্ম-ভবের প্রত্যয় হয়।

অপর কেহ “শীল-ব্রত-উপাদান” দ্বারা মনে করে যে, “শীল-ব্রত” যথাযথ প্রতিপালন ও পরিপূর্ণ করিলে কাম-সুগতিতে বা রূপ-লোকে বা অরূপ লোকে জন্ম গ্রহণ করা যায় ; সে তদনুযায়ী কর্ম করে। তাহার সেই কর্মই “কর্ম্ম-ভব” এবং তদুৎপন্ন স্কন্ধই “উৎপত্তিভব”। এইরূপে শীলব্রতোপাদান ত্রিভবের প্রত্যয় হয়।

অপর কেহ আত্ম-বাদোপাদানে মনে করে যে, কাম-ভবে, রূপ-ভবে বা অরূপ-ভবে জন্ম-গ্রহণ করিলে আত্মা সুখী হয়, দুঃখ-মুক্ত হয়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া সে ব্যক্তি ঐ ঐ ভবে জন্ম গ্রহণের উপযোগী কর্ম সম্পাদন করে। এইরূপে আত্ম-বাদোপাদান ত্রিভবের প্রত্যয় হয়।

এই উপাদান চতুষ্টয় রূপ-ভবে, অরূপ-ভবে এবং কাম-সুগতি ভবে

উৎপত্তির একমাত্র “প্রকৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয়”। কামোপাদান অকুশল কর্ম-ভবের সহজাত, অঞমঞ, নিশ্রয়, সম্প্রযুক্ত, অস্তি, অবিগত এবং হেতু প্রত্যয় হয়। অবশিষ্ট উপাদানত্রয় অকুশল কর্ম-ভবের উপরোক্ত সপ্তবিধ প্রত্যয় হইতে “হেতু” প্রত্যয় বাদ দিয়া, “মার্গ” প্রত্যয় যোগ করিলে সে সপ্ত প্রত্যয় পাওয়া যায় সেই সপ্ত প্রত্যয় হয়।

উপাদান চতুষ্টয় সহজাত না হইলে কর্ম-ভবের অনন্তর, সমনন্তর, অনন্তরোপনিশ্রয়, আসেবন, নাস্তি, বিগত এই ছয় প্রকার প্রত্যয় হয়।

১০। ভবের প্রত্যয়ে জন্ম।

“জন্ম” অর্থে প্রতিসন্ধি-ক্ষণে পঞ্চস্কন্ধের-রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানের-মাতৃ-জঠরে উৎপত্তি। “খন্ধানং-পাতুভাবো”। “ভব পচয়া জাতি”। এ স্থলে “ভব”=কর্ম-ভব। কর্ম-ভবই প্রতিসন্ধির কারণ বা প্রত্যয়। এবং ইহা “কর্ম-প্রত্যয়” ও “উপনিশ্রয়-প্রত্যয়”। কর্ম-ভবের সহিত প্রতিসন্ধি-বিজ্ঞানের প্রত্যয় সম্বন্ধে “বিসুদ্ধি-মগ্গের” ১৭শ অধ্যায়ে উক্ত আছে :-

“ভব-(কর্ম) যে জন্মের কারণ তাহা কিরূপে জানা যায়? বাহিরের কারণাদি সম্পূর্ণরূপে এক প্রকার হইলেও সত্ত্বগণের মধ্যে হীন-উৎকৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার গুণ দৃষ্ট হয়। এমন কি বাহিরের কারণাদি,-জনক-জননীর শুক্র-শোণিতাদি,-এক প্রকার হইলেও যমজ-সন্তানেও হীন-উৎকৃষ্ট বিভিন্ন প্রকার গুণাদির বিশেষত্ব দৃষ্ট হয়। ইহা কখনও হেতু হীন হইতে পারে না। কারণ এই পার্থক্য সর্বকালে ও সর্বস্থানে পরিদৃষ্ট হয়। এবং কর্ম-ভব ভিন্ন ইহার অন্য কারণ বিদ্যমান নাই। পুনর্জন্ম-প্রাপ্ত সত্ত্ব-গণের জীবন-প্রবাহে কর্ম-ভব ভিন্ন অন্য হেতু বিদ্যমান নাই।” জীবগণের উচ্চ-নীচ গুণাদির কারণ কর্ম। তাই বুদ্ধ বলিয়াছেন, (মধ্যম-নিকায়, ১৩৫ ম সূত্র,-কর্ম-বিভঙ্গ) “কর্মই সত্ত্বগণকে হীন-উৎকৃষ্টাদিতে পৃথক করে”।

তদ্ব্যতীত ইহা বুঝা উচিত যে, ভবই (কর্মই) পুনর্জন্মের প্রত্যয়।

এবং ইহা “প্রকৃতি-উপনিশ্রয়-প্রত্যয়” ও “নানাক্ষণিক কর্ম-প্রত্যয়” । এই পৌনঃপুনিক জন্ম-প্রবাহের পারমার্থিক ভাবে কোন সত্ত্ব বা জীব বা আত্মা বিদ্যমান নাই । শুধু প্রত্যয়-সমুখিত একটা কর্ম-শক্তি-প্রবাহ, কর্ম-ভব ও উৎপত্তি-ভবের আকারে অবিচ্ছেদে পরিবর্তিত হইতে হইতে, নদী-স্রোতের ন্যায়, প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে মাত্র । এই সত্য ব্যক্ত করিতে যাইয়া “সংযুক্ত নিকায়ের” ৪৬তম সূত্রে বুদ্ধ বলিতেছেন :-

“কর্ম-কর্ত্তা ও ফল-ভোক্তা একই ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা এক অন্ত ; এবং কর্ম-কর্ত্তা ও ফল-ভোক্তা বিভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করা অপর অন্ত । তথাগত এই উভয় অন্ত পরিত্যাগ করিয়া তদুভয় মধ্যস্থ সত্যই শিক্ষা দিয়াছেন । তাহা কি? তাহা “অবিজ্ঞা-পচ্চয়া সঞ্জারা; সঞ্জার-পচ্চয়া বিঞাণং । বিঞাণ-পচ্চয়া নাম-রূপং । নাম-রূপ-পচ্চয়া সলাযতনং । সলাযতন-পচ্চয়া ফস্সো । ফস্স-পচ্চয়া বেদনা । বেদনা-পচ্চয়া তণ্হা । তণ্হা-পচ্চয়া উপাদানং । উপাদান-পচ্চয়া ভবো । ভব-পচ্চয়া জাতি । জাতি-পচ্চয়া জরা-মরণ-সোক-পরিদেব-দুক্ক-দোমনস্সুপায়াসা সম্ভবন্তি । এবমেত্সস কেবলসস দুক্ক-খক্কস্স সমুদয়ো হোতীতি” ।

১১ । জন্মের প্রত্যয়ে জরা-মরণাদির উৎপত্তি ।

জন্ম হইলেই জরা, মরণ, শোক, বিলাপ, শারীরিক দুঃখ, মানসিক দুঃখ, নৈরাশ্য ভোগ করিতে হয় । জন্ম না হইলে এই সব উপদ্রব থাকে না । এইরূপে জন্মকে উপনিশ্রয় করিয়াই জরা-মরণাদি উৎপন্ন হয় ; জন্ম জরা-মরণাদির “প্রকৃতি উপনিশ্রয় প্রত্যয়” ।

ত্রি-বৃত্ত :- এই প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান, ক্লেশ-বৃত্ত (চক্র) । সংস্কার ও কর্ম-ভব কর্ম-বৃত্ত । বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা এই পঞ্চ অঙ্গ উৎপত্তি-ভব বা বিপাক-বৃত্ত ।

ক্লেশ-বৃত্ত কর্ম-বৃত্তের উপনিশ্রয় ; কর্ম-বৃত্ত বিপাক-বৃত্তের উপনিশ্রয় । পুনঃ বিপাক-বৃত্ত কর্ম-বৃত্তের উপনিশ্রয় । এইরূপেই জীবন-চক্র আবর্তিত হইতেছে ।

দ্বি-মূল :- এই ভব-চক্রের মূলদ্বয় “অবিদ্যা” ও “তৃষ্ণা” । অতীতের দিক্ হইতে বিচার করিলে-অবিদ্যা-মূল “বেদনা” পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে । ভবিষ্যতের দিকে প্রবাহিত করাইতে এই চক্রের তৃষ্ণা-মূল জরা-মরণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করে । অবিদ্যা দৃষ্টি-চরিতের এবং তৃষ্ণা তৃষ্ণা-চরিতের উপলক্ষে উক্ত । উভয়ই কিন্তু সংস্কার-নেত্রী ।

তিনকাল :- এই নীতির দ্বাদশ অঙ্গের মধ্যে অবিদ্যা ও সংস্কার অতীত কালীয় । জরা-মরণ ভবিষ্যৎ কালীয় । এবং মধ্যের অষ্ট অঙ্গ বর্তমান কালীয় । অতীত ও অনাগত অননুসরণীয় ; “অতীতং নান্বগমেয্য” । কারণ “অতীত” চলিয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ অপ্রাপ্য । বর্তমান মুহূর্ত লইয়াই সাবধান থাকিতে হয় ; কারণ “চক্ষুং চ পটিচ্চ রূপে চ উল্লজ্জতি চক্ষু-বিপ্রাণং । তিগ্নং সঙ্গতি ফস্সো । ফস্স-পচ্চয়া বেদনা । বেদনা-পচ্চয়া তণ্হা” । এইরূপ শ্রোত্রাদি সম্বন্ধে । ষড়েন্দ্রিয়ই মানুষের মূলপণ্য । এই পণ্য দ্বারা জীবন-ব্যবসায়ে তৃষ্ণা ক্রয় না করিয়া শীল-সমাধি-প্রজ্ঞাই মননশীল মানবের ক্রেয় ।

ত্রি-সন্ধি :- অতীত জনের সংস্কারে ও বর্তমান জনের বিজ্ঞানে প্রথম সন্ধি ; ইহা হেতু-ফল-সন্ধি । বর্তমান জনের বেদনায় ও বর্তমান জনের তৃষ্ণায় দ্বিতীয় সন্ধি ; ইহা ফল-হেতু সন্ধি বর্তমান জনের ভবে ও ভাবী জনে তৃতীয় সন্ধি ; ইহা হেতু-ফল সন্ধি ।

চারি সংক্ষেপ বা শুচ্ছ :- অতীতের এক সংক্ষেপ, বর্তমানের দুই সংক্ষেপ ও ভবিষ্যতের এক সংক্ষেপ । এই চারি সংক্ষেপ ।

নিম্নের ছক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত জন্মের সম্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছে :-

অতীত জন্ম	$\left\{ \begin{array}{l} ১। অবিদ্যা, (তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এতদসঙ্গে গৃহীত) \\ ২। সংস্কার \end{array} \right\}$	অতীতের এই পঞ্চ হেতু বা কর্ম ভব হইতে
-----------	---	-------------------------------------

বর্তমান জন্ম	১ম সন্ধি	
	$\left\{ \begin{array}{l} ৩। বিজ্ঞান, \\ ৪। নামরূপ, \\ ৫। ষড়ায়তন, \\ ৬। স্পর্শ, \\ ৭। বেদনা। \end{array} \right\}$	বর্তমানের পঞ্চফল বা উৎপত্তি-ভব
	২য় সন্ধি	
	$\left\{ \begin{array}{l} ৮। তৃষ্ণা, \\ ৯। উপাদান, \\ ১০। ভব। (অবিদ্যা ও সংস্কার এতদসঙ্গে গৃহীত) \end{array} \right\}$	বর্তমানের এই পঞ্চহেতু বা কর্ম-ভব হইতে

ভবিষ্যৎ জন্ম	৩য় সন্ধি	
	$\left\{ \begin{array}{l} ১১। জন্ম,-অর্থাৎ ৩-৭ \\ ১২। জরা-মরণাদি। \end{array} \right\}$	ভবিষ্যতের পঞ্চফল বা উৎপত্তি-ভব।

অতীতের পঞ্চ হেতু :-অবিদ্যা, সংস্কার এবং উহ্য তৃষ্ণা, উপাদান, ভব । বর্তমানের পঞ্চফল :-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা । বর্তমানের পঞ্চ হেতু :-তৃষ্ণা, উপাদান, ভব এবং উহ্য অবিদ্যা ও সংস্কার । ভবিষ্যতের পঞ্চফল :-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন স্পর্শ, বেদনা । কিন্তু এই শেষোক্ত পঞ্চফল “জন্ম ও জরা-মরণ” দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে । কারণ ভাবী প্রতিসন্ধি বা জন্মই “বিজ্ঞান”; অবক্রান্তিই “নামরূপ”, প্রসাদই “আয়তন”; “স্পর্শ” ও “বেদনা” আয়তনের সহগামী । ভাবী উৎপত্তি-ভবের এই পঞ্চ অঙ্গ, বর্তমান কর্ম-ভবের ভাবী ফল ।

বাস্তবিক পক্ষে উপরোক্ত ছকের ১-২ এবং ৮-১০ অভিন্ন; যেহেতু উভয় কর্ম-ভব এবং উভয়েই পুনর্জন্ম উৎপাদনকারী পঞ্চ অঙ্গ ধারণ করে । যথা :- অবিদ্যা, সংস্কার, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব ।

তদ্রূপ ৩-৭ এবং ১১-১২ অভিন্ন ; যেহেতু উভয়েই উৎপত্তি-ভব এবং উভয়েই কর্ম-ফলরূপে পঞ্চ অঙ্গ ধারণ করে । যথা :-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা । জীবনের এই বিপাক বা নিষ্ক্রিয় অংশের উপর, আমাদের কোন আধিপত্য নাই (১৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য); ইহাই অদৃষ্ট । কিন্তু এই বিপাক-বীজ হইতে যে পুনঃ কর্মাক্কুর উৎপন্ন হইতেছে, “বেদনা-পচ্চয়া তণ্হা” বা “বেদনা-পচ্চয়া সন্ধা” উৎপন্ন হইতেছে, তাহার উপর আমাদের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে; ইহাই পুরুষ-কার । বৌদ্ধ-দর্শন ব্যবহারিক দর্শন (practical philosophy) । অতীতের জন্য অনুশোচনা বা গর্ব এবং ভবিষ্যতের জন্য নৈরাশ্য বা ভরসা উভয় পরিত্যাগ পূর্বক বর্তমান মুহূর্ত লইয়া দেখিতে হইবে যে, আমার “শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা” যথাযথ ও বর্দ্ধনশীল কিনা?

“আহারের” দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে,-“স্পর্শাহার,”-বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান ও কর্ম-ভবের উৎপত্তির সাহায্য করে । “চেতনাহার” “সংস্কার” ও “কর্ম-ভব” একই । সেইজন্য “চেতনাহার” উৎপত্তি-ভবের বা বিজ্ঞানোৎপত্তির সাহায্য করে । “বিজ্ঞানাহার” নামরূপ, ষড়ায়তন ও স্পর্শোৎপত্তির সাহায্য করে । এই ত্রিবিধ অরূপাহারের প্রত্যয়েই প্রতীত্য-

সমুৎপাদে ব্যক্ত “জীবন-দুঃখের চক্র” অবিচ্ছিন্ন আবর্তিত হইতেছে।

“স্পর্শাহার” চেতনাহারকে, “চেতনাহার” বিজ্ঞানাহারকে এবং “বিজ্ঞানাহার” পুনরপি স্পর্শাহারকে সাহায্য করিতেছে। “রূপাহার” (জড়-খাদ্য) রূপ-কায়কে সঞ্জীবিত রাখিয়া চলিয়াছে। জোয়ার-ভাটা এবং যাবতীয় নৈসর্গিক ঘটনা যেমন কতকগুলি প্রত্যয়ের সমাহারে সংঘটিত হইতেছে, তেমনি এই দুঃখ-চক্র ও প্রত্যয়-সমাহারে অবিচ্ছেদে আবর্তিত হইতেছে।

প্রতিশোধ : “কিঞ্চ যখন কোন ভিক্ষুর বিদ্যার উৎপত্তিতে অবিদ্যা ধ্বংস হয়, তখন তিনি অবিদ্যায় বিরাগ হেতু কুশল-সংস্কার উৎপন্ন করেন না, অকুশল-সংস্কারও উৎপন্ন করেন না, আনেন্দ্র-সংস্কারও (অরূপ-ধ্যান-সংস্কার) উৎপন্ন করেন না”। (সংযুক্ত-নিকায়-১২)।

“অবিদ্যার এইরূপ অনবশেষ নিরোধ হেতু “সংস্কার” নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সংস্কারের নিরোধে “বিজ্ঞান” নিরুদ্ধ হয়। বিজ্ঞানের নিরোধে “নাম-রূপ” নিরুদ্ধ হয়। নাম-রূপের নিরোধে “ষড়ায়তন” নিরুদ্ধ হয়। ষড়ায়তনের নিরোধে “স্পর্শ” নিরুদ্ধ হয়। স্পর্শের নিরোধে “বেদনা” নিরুদ্ধ হয়। বেদনার নিরোধে “তৃষ্ণা” নিরুদ্ধ হয়। তৃষ্ণার নিরোধে “উপাদান” নিরুদ্ধ হয়। উপাদানের নিরোধে “ভব” নিরুদ্ধ হয়। ভবের নিরোধে “জন্ম” নিরুদ্ধ হয়। জন্মের নিরোধে “জরা-মরণ-শোক-পরিদেব-দুঃখ-দৌর্ম্মনস্য-নৈরাশ্য নিরুদ্ধ হইয়া যায়। এইরূপে সমগ্র দুঃখ-রাশি নিরুদ্ধ হয়। ইহাই “দুঃখ-নিরোধ-আর্য্য-সত্য”, (অঙ্গুত্তর নিকায়)। মধ্যম-নিকায়ের “মহাবেদল্ল” সূত্রেও উক্ত আছে, “কথম্পনাবুসো আযতিং পুনব্ভবানিব্বত্তি ন হোতী তি? অবিজ্জা-বিরাগা খো আবুসো, বিজ্জুপ্পাদা তণ্হা-নিরোধা এবং আযতিং পুনব্ভবানিব্বত্তি ন হোতী তি”।

আমরা এ পর্য্যন্ত দেখিলাম যে, ষড়েন্দ্রিয়-গ্রাহ্য এই জড় ও অজড় রাজ্যে যে সকল ঘটনা নিরন্তর সংঘটিত হইতেছে, সেই সমস্ত ঘটনা কোন পুরুষ বিশেষের লীলার বা অন্ধ দৈবের খেলার বিষয় নহে। এই উভয় রাজ্যের ক্ষুদ্র-বৃহৎ, সূক্ষ্ম-স্থূল সর্ববিধ ঘটনা এবং তৎসংশ্লিষ্ট দুঃখ-

রাশি এই ষড়েন্দ্রিয়ের উপরই নির্ভরশীল ও কারণ-সমুদ্ভূত। কারণের নিরোধে সেই কারণ-সমুদ্ভূত ও তৎসম্পর্কিত দুঃখ-রাশিও নিরুদ্ধ হইয়া যায়। ইহাই,-সর্বোপরি দুঃখের উৎপত্তি ও নিরোধ প্রদর্শনই-প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতির উদ্দিষ্ট বিষয়। এইরূপে এই নীতি অনুলোমে ও প্রতিলোমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্য্য-সত্যের,-দুঃখের উৎপত্তির ও নিরোধের-দার্শনিক সমাধান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আর্য্য-সত্যের অস্তিত্বে প্রথম ও চতুর্থ আর্য্য-সত্য স্বতঃই স্বীকৃত।

এই “প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতিই” বিশ্বে ভগবান বুদ্ধের দান। এই নীতিই বৌদ্ধ-ধর্মকে অন্যান্য ধর্ম হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে; এই নীতিই বলিয়া দিতেছে যে, বুদ্ধ অবতার নহেন; বৌদ্ধ-ধর্মও অন্য কোন ধর্মের শাখা নহে। যিনি এই নীতি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও উপলব্ধি করিবেন, তাঁহাকে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

“সকল সত্তা ভবন্ত সুখিত’ত্তা”।

পরিশিষ্ট ।

১। আর্য্য-সত্যানুসারে দ্বাদশ-নিদানের উৎপত্তি বিচার ।

অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারোৎপত্তি দ্বিতীয় সত্য হইতে দ্বিতীয় সত্যের উৎপত্তি । সংস্কার হইতে বিজ্ঞানোৎপত্তি দ্বিতীয় সত্য হইতে প্রথম সত্য । বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপ-ষড়ায়তন-স্পর্শ-বেদনার উৎপত্তি প্রথম সত্য হইতে প্রথম সত্য । বেদনা হইতে তৃষ্ণা, প্রথম সত্য হইতে দ্বিতীয় সত্য । তৃষ্ণা হইতে উপাদান, দ্বিতীয় সত্য হইতে দ্বিতীয় সত্য । উপাদান হইতে ভবোৎপত্তি দ্বিতীয় সত্য হইতে প্রথম সত্য ও দ্বিতীয় সত্য । ভব হইতে জন্ম, দ্বিতীয় সত্য হইতে প্রথম সত্য । জন্ম হইতে জরা-মরণাদি, প্রথম সত্য হইতে প্রথম সত্য ।

প্রথম সত্য দুঃখ, দ্বিতীয় সত্য দুঃখের কারণ । এইরূপে আর্য্য-সত্যের দিক দিয়া প্রত্যেক অঙ্গের বিচার করিয়া দেখা উচিত ।

২। কৃত্যানুসারে দ্বাদশ-নিদানের বিচার ।

প্রত্যেক নিদানের দুইটি করিয়া কৃত্য :-

অবিদ্যা (১) বিষয় সম্বন্ধে সত্ত্বে মোহ উৎপন্ন করে ; (২) এবং “সংস্কার” উৎপন্ন করে । সংস্কার (১) সৃজন করে ; (২) “বিজ্ঞান” উৎপন্ন করে । বিজ্ঞান (১) বিষয় বিশেষরূপে জানে; (২) “নাম-রূপ” উৎপন্ন করে । নাম-রূপ (১) পরস্পর পরস্পরকে পরিপোষণ করে ; (২) “ষড়ায়তন” উৎপন্ন করে । ষড়ায়তন (১) স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্তিত হয় ; (২) “স্পর্শ” উৎপন্ন করে । স্পর্শ (১) বিষয় স্পর্শ করে ; (২) “বেদনার” প্রত্যয় হয় । বেদনা (১) বিষয়-রস অনুভব করে । (২) “তৃষ্ণার” প্রত্যয় হয় । তৃষ্ণা (১) রাগনীয় বিষয়ে পুনঃ পুনঃ পিপাসিত হয় ; (২)

“উপাদানের” প্রত্যয় হয়। উপাদান (১) তৃষ্ণার বিষয়কে দৃঢ় ভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে ; (২) “ভবের” (কর্মের) প্রত্যয় হয়। ভব (১) নানা গতিতে সম্বন্ধে নিষ্কম্প করে; (২) “জন্মের” কারণ হয়। জন্ম (১) প্রাথমিক স্কন্ধ উৎপন্ন করে ; (২) “জরা-মরণের” কারণ হয়। জরা-মরণ (১) স্কন্ধের পরিপূর্ণ গঠনের উপর ও ভঙ্গের উপর অধিষ্ঠিত থাকে ; (২) শোক-বিলাপাদির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র ও নবীন ভবের প্রত্যয় হয়। প্রত্যেক নিদানের দ্বিবিধ কৃত্য যথোপযুক্তরূপে বুঝা আবশ্যিক।

৩। বারণ অনুসারে বিচার।

“অবিজ্ঞা-পচ্চয়া সজ্জারা” “কারক-দৃষ্টি” বারণ করে। “সজ্জার-পচ্চয়া বিঞাণং” “আত্মার সংক্রমণ-দৃষ্টি” বারণ করে। “বিঞাণ-পচ্চয়া নাম-রূপং” আত্মা-পরিকল্পিত বস্তুর ক্ষয় প্রদর্শন দ্বারা “ঘন-সংজ্ঞা” নিবারণ করে। [ঘন-সংজ্ঞা=পঞ্চ-স্কন্ধের অজরতা-অমরতা-অক্ষয়তা সম্বন্ধে ধারণা]। “নাম-রূপ-পচ্চয়া সলাযতনং” “আত্মায় দেখে, শুনে, স্পর্শ করে, অনুভব করে, জানে, তৃষ্ণা করে, দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করে, কর্ম করে, পুনর্জন্ম গ্রহণ করে, জীর্ণ হয়, মরে” ঈদৃশী মিথ্যা-দৃষ্টি নিবারণ করে। এই প্রকারে মিথ্যা-দৃষ্টির নিবারক রূপে এই ভব-চক্র বুদ্ধিতে হইবে।

৪। উপমা অনুসারে বিচার।

(ক) অবিদ্যা অন্ধের মতন,-বিষয় সমূহের স্ব স্ব লক্ষণ এবং সাধারণ লক্ষণ দেখিতে অক্ষম। অন্ধের পদ-স্থলনের ন্যায় “অবিজ্ঞা-পচ্চয়া সজ্জারা”। পদ-স্থলিতের পতন তুল্য “সজ্জার-পচ্চয়া বিঞাণং”। পতিতের গণ্ডোৎপত্তির ন্যায় “বিঞাণ-পচ্চয়া নাম-রূপং”। ভেদনোন্মুখ গণ্ডের (স্ফোটকের) পূষ-পূর্ণতার মতন “নাম-রূপ-পচ্চয়া সলাযতনং”। সঙ্কীর্ণ পূষ স্ফোটকের বিদারণের মতন-“সলাযতন-পচ্চয়া ফস্সো”

বিদারণ-দুঃখ সম “ফস-পচয়া বেদনা” ।

দুঃখের প্রতিকারাভিলাষ তুল্য “বেদনা পচয়া তণ্হা” ।
প্রতিকারাভিলাষীর অহিতকর ঔষধ গ্রহণ তুল্য “তণ্হা পচয়া উপাদানং” ।
গৃহীত কু-ঔষধ প্রয়োগ তুল্য “উপাদান-পচয়া ভবো” । অহিতকর ঔষধ
প্রয়োগের স্ফোটকের বিকার (অন্যরূপ অবস্থা) প্রাপ্তির মতন “ভব-পচয়া
জাতি” । বিকারাবস্থার অর্থাৎ ক্ষতের নালীর মতন “জাতি-পচয়া জরা
মরণং” ।

(খ) অবিদ্যা মিথ্যাদৃষ্টির আকারে সত্ত্বগণকে অভিভূত করে, ঠিক
যেমন চক্ষুর ছানি চক্ষুকে অভিভূত করে ।

সেই অভিভূত বাল-বুদ্ধি পুনর্জন্মদায়ক সংস্কার দ্বারা নিজকে নিজে
পরিবেষ্টিত করে, ঠিক যেমন গুটি পোকা স্বদেহোৎপন্ন সূত্র-কোষ দ্বারা
নিজকে নিজে কোষাবদ্ধ করে ।

সংস্কার-পরিগৃহীত বিজ্ঞান জীবন-গতিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যেমন
মন্ত্ৰি-পরিগৃহীত রাজকুমার রাজ্য-মধ্যে ।

প্রতিসন্ধি-নিমিত্ত-পরিকল্পনা দ্বারা বিজ্ঞান প্রতিসন্ধির সময় অনেক
প্রকার “নাম-রূপ” উৎপন্ন করে, যাদুকর যেমন নানা প্রকার যাদু ।

নাম-রূপে প্রতিষ্ঠিত ষড়ায়তন বৃদ্ধি-পুষ্টি-গঠন প্রাপ্ত হয়, উর্বর
ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত বন-জঙ্গলের মতন ।

আয়তনের সংঘর্ষে স্পর্শোৎপত্তি হয়, অরণি-সংঘর্ষে অগ্নির মতন ।

স্পর্শ হইতে বেদনার উৎপত্তি, অগ্নি-স্পর্শে দাহের মতন ।

বেদনাভিভূতের তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, লবণ-সলিল-পানে
পিপাসার মতন ।

তৃষ্ণাতুর ভবে অভিলাষ করে, পিপাসিত যেমন পানীয়ে ।

বদ্ধ-মূল তৃষ্ণা উপাদান দ্বারা কর্মাবদ্ধ হয়, মৎস্য যেমন আমিষ-
লোভে বড়শীতে ।

ভব (কর্ম) হইতে জন্ম, যেন বীজ হইতে বৃক্ষ ।

জাতের জরা-মরণাদি অবশ্যম্ভাবী, উৎপন্ন-বৃক্ষের পতনের মতন ।

এইরূপে উপমার সাহায্যে এই “দ্বাদশ নিদান” বা “ভব-চক্র” যথোপযুক্তরূপে বুদ্ধিতে হয়।

৫। গান্ধীর্ষ্য অনুসারে বিচার।

(ক) নীতির অর্থ-গান্ধীর্ষ্যতা :-

জন্ম হইতেই জরা-মরণ উৎপন্ন হয়। এমন নহে যে, জন্ম হইতে জরা-মরণ উৎপন্ন হয় না। জরা-মরণের কারণ এই জন্ম ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ঈদৃশ উৎপত্তি গান্ধীর্ষ্য বিষয়। তদ্রূপ অবিদ্যা হইতে সংস্কারোৎপত্তি, সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি ইত্যাদি গান্ধীর্ষ্য বিষয়। ইহা অর্থ-গান্ধীর্ষ্যতা। হেতু-ফল জ্ঞান লাভ হইলেই ইহার প্রকৃত অর্থে জ্ঞান লাভ হয়। “হেতু-ফল-এগাং অথ-পটিসম্বিদা”।

(খ) নীতির ধর্ম-গান্ধীর্ষ্যতা :-

যেই প্রণালীতে ও যেই যেই প্রত্যয়ের সমবায়ে অবিদ্যা সংস্কার উৎপন্ন করে, সেই প্রণালীর ও সেই প্রত্যয়াবলীর দুর্বোধ্যতার জন্যই অবিদ্যার সহিত সংস্কারের ধর্ম-গান্ধীর্ষ্যতা ; তদ্রূপ সংস্কারের সহিত বিজ্ঞানের, বিজ্ঞানের সহিত নাম রূপের.....জন্মের সহিত জরা-মরণের প্রত্যয় গান্ধীর্ষ্য বিষয়। ইহা ধর্ম-গান্ধীর্ষ্যতা। “হেতুর্ম্ হি এগাং ধর্ম-পটিসম্বিদা”।

(গ) নীতির দেশনা-গান্ধীর্ষ্যতা :-

যেহেতু নানা প্রত্যয়-প্রদর্শনে, নানা উপায়ে এই নীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, সেই হেতু এই নীতি দেশনায়ও গান্ধীর্ষ্য। এরূপ শিক্ষা-প্রদানের সর্ব্বজ্ঞতা-জ্ঞান ভিন্ন অন্য জ্ঞান ঠাই পায় না। কোন সূত্রে অবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অনুলোমাকারে, কোন সূত্রে জরা-মরণ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিলোমাকারে কোন সূত্রে অনুলোম-প্রতিলোমাকারে, কোথাও বা মধ্যস্থ বেদনা বা তৃষ্ণা হইতে অনুলোমাকারে বা প্রতিলোমাকারে, কোথাও বা

সন্ধি-বিশেষ হইতে অনুলোমাকারে বা প্রতিলোমাকারে এই নিদান উপদিষ্ট। ইহার উপদেশ-প্রণালী নানাবিধ হইলেও তদুৎপন্ন জ্ঞান কিন্তু একবিধ। এইরূপে এই নীতি দেশনায়ও গম্ভীর।

৬। চতুর্নীতি অনুসারে ভব-চক্রের বিচার।

(ক) একত্ব-নীতি, (খ) নানাত্ব-নীতি, (গ) অব্যাপার-নীতি এবং (ঘ) ধর্মিতা-নীতি। এই চতুর্নীতি অনুসারে ভব-চক্র বুঝা আবশ্যিক।

(ক) অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কারের উৎপত্তি, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞানের উৎপত্তি-এইরূপে বীজ-বৃক্ষাদির উৎপত্তির মত হেতু-ফলের বিচ্ছেদ-বিরহিত সন্ততি “একত্ব-নীতি”। হেতু ফলের এই সন্ততি-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উচ্ছেদ-দৃষ্টি বিদূরিত হয়। হেতুফলের এই সন্ততিকে যিনি অভিনাকারে (as indentical) গ্রহণ করেন, তাহার “স্বাশ্বত-দৃষ্টি”, “আত্মবাদ” উৎপন্ন হয়।

(খ) হেতু ও ফল ভিন্ন। হেতু ফল নহে, ফল হেতু নহে। কিন্তু তাহারা সম্বন্ধীভূত। হেতুর লক্ষণ একরূপ, সেই হেতুজ ফলের লক্ষণ অন্যরূপ। তাহাদের লক্ষণের নানাত্বই “নানাত্ব-নীতি” “অবিজ্ঞাদীনং যথা সকং লক্ষণং ববত্থানং নানন্ত-নযো নাম”। (বিসুদ্ধি-মগ্গ)। জড়াজড়ের পুনঃ পুনঃ নবীন আকারে উৎপত্তি-লক্ষণ যিনি বুঝিতে পারেন, তাহার স্বাশ্বত-দৃষ্টি বিদূরিত হয়; কিন্তু একই প্রবাহের পুনঃ পুনঃ নবীন আকারে উৎপত্তিকে যিনি, ভুল বুঝিয়া, পরস্পর বিচ্ছিন্ন মনে করেন, তাহার উচ্ছেদ-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

(গ) অবিদ্যা সংস্কার উৎপন্ন করিবেই, সংস্কার বিজ্ঞান উৎপন্ন করিবেই। প্রত্যয় হইতে ফলোৎপত্তির জন্য কাহারো কোন ব্যাপার (কার্য্য) করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা স্বতঃ উৎপন্ন হয়। ইহা “অব্যাপার-নীতি”। যিনি ইহা সম্যকরূপে জ্ঞান-গোচর করেন, তিনি কারকের অভাব দেখিতে পাইয়া “আত্ম-বাদ” পরিত্যাগ করেন। যিনি ইহা বুঝিতে সামর্থ্যহীন,

“অবিদ্যাদির হেতু-ভাব স্বভাব-সিদ্ধ” ইহা বুঝিতে অক্ষম, তাঁহার অক্রিয়-দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। পাপের দণ্ডদাতা কে? ফলভোক্তা কে? ঈদৃশ প্রশ্ন তাঁহার চিন্তকে দোলায়িত করে।

(ঘ) অবিদ্যাই সংস্কার উৎপন্ন করে, ক্ষীরই দধি উৎপন্ন করে, অন্য কিছু দধি উৎপন্ন করিতে পারে না। “প্রত্যয়ানুরূপ ফল”, ইহা “ধর্মিতা-নীতি”। এই নীতি-জ্ঞান অহেতুক-দৃষ্টি ও অক্রিয়-দৃষ্টি দূর করে।

৭। ভব-চক্র আদি না অনাদি? বিচার।

অবিদ্যাও যখন আদি-বিরহিত, “আসব-সমুদয়া অবিজ্ঞা সমুদাযো, এবং পুনঃ অবিদ্যার প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কারের প্রত্যয়ে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়া হেতু-ফল, হেতু-ফল, হেতু-ফলের আকারে এই দ্বাদশ নিদান সমন্বিত ভব-চক্র আবর্তিত হইতেছে, তখন বলিতে হয় এই চক্র আদি বিরহিত এবং অবিদ্যা ইহার আদি নহে। দেশনার সময় যে কোন এক নিদানকে প্রথম উল্লেখ করিতেই হয়; সুতরাং প্রধান প্রত্যয় বলিয়া অবিদ্যাকেই প্রথম উল্লেখযোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। “তিগ্ননং বট্টানং অবিজ্ঞা পধানা”।

অবিদ্যা ক্লেশ-বৃত্ত। সুতরাং অবিদ্যা প্রধান প্রত্যয়, আদি প্রত্যয় নহে। এবং ভব-চক্রও অনাদি। তবে এই চক্রের প্রভাব হইতে পলায়ন সম্ভব। উপায় আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ বা “শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা”। এই “প্রতীত্য-সমুৎপাদ-নীতি” সেই প্রজ্ঞার মেরুদণ্ড।

১৯৪৩ (১৩ মে ১৯৪৩, বুধবার ১৩৪৩ বাংলা) অনুমোদন করেন।

তার পিতা বৌদ্ধরত্ন হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দি ছিলেন, বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের শিক্ষা ও অগ্রদূত-যিনি বৌদ্ধদের মধ্যে সর্বপ্রথম ওকালতি পাশ করে আইনজ্ঞরূপে স্বীকৃত হন। তিনি ওকালতিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ না করে নিজের জীবনকে সমাজোন্নয়ন প্রচারে ও প্রসারে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি ১৮৬৮ সালে নিজ গ্রামে “পাহাড়ত ১৮৭২ সালে “হরগোবিন্দ পোস্ট অফিস” স্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে তিনিই সর্বপ্রথম “পাদি মুক্খ” গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ করেন।

বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ১৮৯৯ ইংরেজী সনে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯০৪ সালে এফ, এশ করার পর Teachership পাশ করেছিলেন। এ ছাড়াও তিনি বার্মায় পালি শিক্ষা লাভ করেছিলেন।

তিনি ১৮৯২ ইং সনে, স্বগ্রাম নিবাসী ফুলতংজা গোষ্ঠীর কমলচন্দ্র বড়ুয়ার কন্যা মহিমা রঞ্জন বড়ুয়ার ভগিনি অনুদা সুন্দরীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯০২ সালে মৃত্যু হলে, বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি ১৯১২ সালে রাউজান থানার অন্তর্গত লালিছড়ি গ্রামের রাম কুমার চৌধুরীর কন্যা মুক্তাকেশীকে বিয়ে করেন।

তিনি ১৯০৬ থেকে ১৯১৭ সাল পর্যন্ত আরাকানের কিয়াংফুতে সরকারী চাকরি করেন এবং ১৯১৮ সালে বেঙ্গল এডুকেশন সার্ভিসের অধীনে পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিদর্শক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯৩৩ সালের ১ মে তারিখে চাকুরি থেকে পেনশন নেন।

দিত ও সম্পাদিত এবং রচিত বই সমূহ :

ঈশ্বরার্থ সংগ্রহ

ভাষ্য সমুৎপাদ নীতি

দ (পালিসহ বাংলায় ছন্দাকারে অনুদিত)

সংস্কৃত সহচর

তিনি ‘জগজ্জ্যোতি’ ও ‘বৌদ্ধ বন্ধু’ পত্রিকায় অনিয়মিত ভাবে কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে।

‘ঈশ্বর সংগ্রহ’ এর মতো গুরুগম্ভীর ও দুর্বোধ্য বিষয়কে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় সার্থক করার জন্যে “ধর্মেরতা বিজয়তাং চট্টলে ধর্মমণ্ডলী” তাঁকে ‘অভিধর্মচার্য’ উপাধিতে

১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট তিনি প্রয়াত হলে, গ্রামবাসী যে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করেছিল তা অংশ-

.....“বৌদ্ধ জগতের কবি দার্শনিক জ্ঞানেন্দ্র, তেজেন্দ্র বীরেন্দ্র নির্ভীক,

তোমারি তুলনা তুমি; হে বীরেন্দ্র! অপূর্ণ রহিবে শূন্যস্থান।

তব প্রতীত্য সম-উৎপাদ তব উপোসথ, তব ধর্মপদ,

তব অভিধর্ম অখসংগ্রহে রহিবে তোমার অমর দান।”.....

ল মুৎসুদ্দির পুত্র-কন্যাদের মধ্যে তাঁর কনিষ্ঠা কন্যা বীণাপানি মুৎসুদ্দি, চট্টগ্রাম ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর অবসরপ্রাপ্ত ইনস্ট্রাকটর, এখনও বর্তমান আছেন।

প্রণব মু

“নন্দ

৩১নং হরিশ